REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

১৩শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৯শে আষাঢ় বুধবার ১৩৩৩ ইংরাজী 16th July 1926. | ৩য় সংখ্যা।

মুরারি বটিকা।

—:০:—

সর্ব্ববিধ নূতন পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

সিভিল সার্জ্জন, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও অন্যান্য ডাক্তারগণ দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত, প্রশংসিত এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। রোগের উৎপত্তি ও প্রতীকার সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতায় স্থাপিত স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন নামক সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীকে মুরারি বটিকা, সেবন করানয় আশ্চর্য্য ফল দর্শিয়াছে এবং মুরারি বটিকা ম্যালেরিয়ার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ২০ বটিকার শিশির মূল্য এক টাকা মাত্র।

বেঙ্গল প্রিজার্ভিং কোম্পানী
১০নং ডিহি ইটালী রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

গত ৩১ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পারে না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷৷০
" " ছোট শিশি ১৸০

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারিদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে বর্ষা পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সবারই নিত্য প্রয়োজ

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

রমণী-রক্ষার অশোকারিষ্টের মত শ্রেষ্ঠ ঔষধ নাই।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবহার করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৷৵০ দশ আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা!

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা এক আনার ষ্টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৯শে আষাঢ় বুধবার ১৩৩৩ সাল।

শোক সংবাদ।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, মুর্শিদাবাদের ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, মহাশয় আর ইহ জগতে নাই। কাল কার্ব্বঙ্কল রোগে তাঁহাকে জন্মের মত ইহধাম হইতে অপসৃত করিয়াছে। বামনদাস বাবুর সহিত যাঁহার পরিচয় ছিল এই সংবাদে তিনিই অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইবেন। তাঁহার স্মৃতি আমাদের জঙ্গিপুরের সহিত খুব গাঢ়ভাবে জড়িত। প্রায় ১১।১২ বৎসর পূর্ব্বে তিনি এই মহকুমায় প্রথম মুন্সেফের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ক্রমে স্বীয় যোগ্যতার গুণে এই জেলার ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ইদানী তাঁহার চক্ষু রোগের জন্য দৃষ্টিশক্তি কম হওয়ায় বড়ই কষ্টের সহিত কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতেন। পরিচিত লোক দেখিলে চিনিতে না পারিলেও কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিতেন। জজিয়তির গরম তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। একজন সামান্য লোককেও সাদরে আলিঙ্গন করিলে তাঁহার জজের পদ মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে না সে বিশ্বাস তাঁহার ছিল। তাঁর স্মরণশক্তি অদ্ভুত রকমের ছিল। কোন কালের সামান্য ঘটনা আজ তাঁর তীক্ষ্ণ স্মৃতি অতিক্রম করিতে পারে নাই। মুন্সেফী চাকরী আমলে তিনি মুণ্ডাই ভাষার পরীক্ষা দিয়া সরকারের নিকট ১০০০৲ টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তিনি পুত্রকন্যাগুলিকে মায়ের মত স্নেহ করিতেন। পিতা সন্তানগণকে কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া শাসনগর্জ্জন করিয়া থাকে তিনি ভুলিয়াও ছেলে মেয়েদের কখনও কোন রুক্ষ কথা বলিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সঞ্জীবচন্দ্র বি, এ, পাশ করিয়া সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে অবস্থান করেন। তাঁহার চিত্তবৃত্তি আমাদের নাগালের বাহিরে। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার শক্তি আমাদের নাই। আমরা তাঁহার অন্যান্য পুত্রকন্যা ও শোকাতুরা পত্নীর দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করি এবং ভগবৎ চরণে প্রার্থনা করি তিনি তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দান করিবেন।

কেরাণীর সৌভাগ্য।

মৌলবী মফিজুদ্দিন হাজারিকা ডিব্রুগড়ের ডেপুটি কমিশনর অফিসের একজন সামান্য কেরাণী মাত্র। তিনি "জ্ঞানমালিনী" নামক আসামী ভাষায় একখানি পুস্তক লিখায় আসাম গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মাসিক ২৫ টাকা হারে সাহিত্যিক বৃত্তি দিয়াছেন এবং জ্ঞানমালিনী আসামী ভাষার এম, এ, পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রী হত্যা।

মোহাম্মদীতে প্রকাশ—বগুড়ার ৫ মাইল পূর্ব্বে তালুকমারী নিবাসী তারিণী ঠাকুর তাহার স্ত্রীকে পাকা আম কাটিয়া দিতে বলে। স্ত্রী, ঘরে যত আম ছিল, তাহা সমস্তই কাটিয়া একখানা থালায় করিয়া স্বামীকে খাইতে দেয়। একেবারে এত আম কেন কাটা হইল তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় স্ত্রী স্বামীকে কিছু কড়া বাক্য প্রয়োগ করে, তাহাতে তারিণী কোপান্বিত হইয়া হাতের তীক্ষ্ণধার ছুরি জোর করিয়া স্ত্রীর গলায় বসাইতে যায়, স্ত্রী নিরুপায় হইয়া স্বামীর পা ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে, কিন্তু নিষ্ঠুর স্বামী তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া ছুরি গলায় আমূল বসাইয়া দেয়। হতভাগিনীর আম কাটা চিরদিনের জন্য ঘুচিয়া গেল। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

বিবাহিতা রমণী হরণ।

চট্টগ্রাম জেলার কটীকছড়ি থানার অন্তর্গত হাফানিয়া গ্রামে রজনীকান্ত নাথ ছোট দুইটী ভ্রাতাসহ বাস করে। নিকটে ৩।৪ ঘর নাথ ছাড়া কোন হিন্দুর বাড়ী নাই। সকলেই অত্যন্ত দরিদ্র ও নিরীহ। গত ৯ই জুন রজনী ও তাহার ভ্রাতাগণের অনুপস্থিতিতে তাহার প্রতিবাসী রসিদ আহম্মদ, নজু মিঞা, ও নুর মিঞা রজনীর ১৭।১৮ বৎসর বয়স্কা স্ত্রী শ্রীমতী যশোদাসুন্দরীকে জোর করিয়া লইয়া যায়। রজনী তাহাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারীতে নালিশ দায়ের করিলে রসিদ আহম্মদ ও নজু মিঞার তলব হয় এবং যশোদাসুন্দরীকে ধৃত করার জন্য সার্চ্চ ওয়ারেণ্ট বাহির হয়। ইত্যবসরে উক্ত যশোদাসুন্দরী গত ১৭ই জুন তারিখে বিবাদীগণের হাটে যাওয়ার সুযোগে তাহাদের বাড়ী হইতে পলাইয়া নিজ বাড়ীতে আসে, এবং তাহার উপর অত্যাচার কাহিনীর কথা সকলের নিকট বিবৃত করে। এই দিনে উক্ত রসিদ আহম্মদ হাট হইতে বাড়ী আসিয়া যশোদা পলাইয়া যাওয়ার সংবাদ জানিতে পারিয়া মহম্মদ ইসমাইল, আলী আহম্মদ, আবদুল মজিদ প্রভৃতি ৪০।৫০ জন লোক সঙ্গে করিয়া রাত্রি ৮।৯টার সময় রজনীর বাড়ী ঘেরাও করে, এবং ১৫ জন লোক তাহার ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া রজনী ও তাহার ভ্রাতা নবীন ও অন্যান্যকে মারপিট করিয়া রজনীর দেড় বৎসর বয়স্ক ছেলেকে মায়ের কোল হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া আবার রজনীর স্ত্রী যশোদাকে জোর করিয়া লইয়া যায়। রজনী ও তাহার ভ্রাতা নবীন পুলিশের ও প্রেসিডেণ্টের নিকট ঘটনার কথা জানাইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করে। কিন্তু দরিদ্র রজনীকে কেহই সাহায্য করে নাই। নিরুপায় হইয়া ২৫শে জুন তারিখে রজনীর ভ্রাতা নবীন উপরোক্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া রাজদ্বারে নালিশ দায়ের করে। সাব-ডিভিসনেল অফিসার শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র মজুমদার রসিদ আহম্মদ, ইসমাইল ও আলী আহমদকে তলব দিয়া আগামী ১৩ই জুলাই দিন ধার্য্য করেন। হতভাগিনী যশোদা আজ দুর্ব্বল স্বামীর হাতে পড়িয়া আপন সতীত্ব রক্ষা করিতে পারিল না। আজিও সে ইসলামের হাতে আবদ্ধ থাকিয়া গুণ্ডাদের হাত হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য আকুল ক্রন্দন করিয়া বক্ষ ভাসাইতেছে। তাহার দেড় বৎসর বয়সের শিশু সন্তান মায়ের জন্য কাঁদিয়া আকুল। জ্যোতি।

প্রাপ্ত।

[মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

ইসলাম ভ্রাতৃগণের প্রতি দীন অকিঞ্চনের নিবেদন।

হে ইসলাম! বিধর্ম্মী কাফের বলি কর যারে ঘৃণা,
সে জাতি নগণ্য ঘৃণ্য নহে কদাচন।
অতীতের ইতিহাস কর আলোচনা, দেখিবে,
এজাতি জগতের শিক্ষাগুরু ছিল একদিন।
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য জ্ঞানালোকে,
পারস্য, তুরস্ক, গ্রীস, ইতালী মিশর, আলোকিত
হয়েছিল,—মহাদেশ ইউরোপে যে আলোক-ভাতি
প্রাচীন এথেন্স রোম করিয়াছে দান, সে
আলোক জন্মস্থান ছিল হিন্দুস্থান। অর্দ্ধচন্দ্র
সুশোভিত ইসলাম কেতন, চরম উন্নতিশীর্ষে
উড়িত যখন, আসমুদ্র হিমাচল, ইসলামের
করতল, ছিল এ ভারত যবে, তখনও সুমন্ত্রী পদে
রহিত এ জাতি; সাচিব্য, সমর বিদ্যা,
সেনাপতি পদ, সবারই বরেণ্য করি ইসলাম ভূপতি
রাখিতেন হিন্দুজাতি। পলাশী প্রাঙ্গনে যবে
বিপন্ন সিরাজ, ইসলামের পদে রাখি
ইসলাম কিরীট, মাগিল আশ্রয় ভিক্ষা,—
কোথায় ইসলাম, ধর্ম্ম রাখিল তখন?
পড়ে নাকি মনে? তখনও মোহনলাল হিন্দুর
সন্তান, ইসলামের মান প্রাণ রাখিবার তরে
যুঝিল ক্ষত্রিয় বীর অক্লান্ত শরীরে?
ভারতের অন্য নাম হিন্দুস্থান জান মুশলমান।
সিন্ধুতটে হিন্দুসনে মিলিলে যেদিন
পৃথ্বিরাজে যমালয়ে করালে প্রয়াণ।
(সেই) তিরৌরী সমর ক্ষেত্রে চল একবার—
নরাধম জয়চন্দ্রে স্মর একবার, বুঝিবে
কেমনে হেথা করিলে বিস্তার ইসলামের
রাজ্য, ধর্ম্ম, করিলে প্রচার। বহু শতাব্দীর
বাস এই হিন্দুস্থানে,—হিন্দুসনে বিসম্বাদ
সাজেনা তোমার, গীতবাদ্য, সংকীর্ত্তন
মঙ্গলাচরণে, হিন্দুর ধরম নীতি চিরন্তনী প্রথা
কেন আজি সেই প্রথা করিতে বিলোপ
বিবাদে প্রবৃত্ত হও হে ইসলাম ভ্রাতা!
ছিলনা কি সে সময় সুন্নত আজান—
ছিলনা কি রাজপথে তব প্রতিষ্ঠান?
হরিনামামৃত পানে, মত্ত হিন্দুগণে, উচ্চকণ্ঠে
হরিনাম, নগর কীর্ত্তনে, ঘাত প্রতিঘাত করি
সুন্নতে আজানে, পুরাণে কোরাণে মিলি
ব্রহ্ম উপাসনা করেনি কি হিন্দুস্থানে
হিন্দু মুশলমানে? হিমাদ্রি শিখর হ'তে
কন্যা কুমারিকা কাঁপিত বিমান যার
সাম গান রবে, ওঙ্কার শব্দ ব্রহ্ম ধ্বনিত
দিগ্মুখে, সিংহশিশু হিংসা ত্যজি হরিণের
সনে, খেলিত আনন্দ মনে মুনি তপোবনে।
ঋষিকুল জন্মভূমি এ ভারত ভূমি, সঙ্গীত
বিদ্যার শ্রেষ্ঠ ইহা সুধীবাণী।
হরিদাস নামে খ্যাত প্রেমিক যবন, গৌর
নিতাই সনে প্রেম-আলিঙ্গনে ব্রাহ্মণে
ইসলামে মিলি ব্রহ্ম উপাসনা, করেনি
কি নামান্তরে শ্রীহরি সাধনা?

গঙ্গা-ভক্তিপরায়ণ দরাপের নাম, অক্ষয়
অক্ষরে বক্ষে ধরে ইতিহাস, "জড় উপাসক"
বলি কর পরিহাস, পৌত্তলিক বলি যারে
কর তুমি ঘৃণা, সেজাতি নগণ্য ঘৃণ্য নহে
কদাচন। জাননা? মাটির দ্রোণে
গুরু উপাসনা করেছে যে জাতি, লভিয়াছে
গুপ্তবিদ্যা, যাহা অর্জ্জুনের মত শিষ্যে—
নর নারায়ণে, রাখেন গোপনে দ্রোণ অতি
সযতনে। জাননা, স্ফটিক স্তম্ভ
করি বিদারণ, জড় উপাসক ভক্ত প্রহ্লাদের
মান, রাখিবার তরে, দিতে বিশ্বে ব্রহ্মজ্ঞান
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু হরি ভগবান
নরসিংহ মূর্ত্তি ধরি হ'ন অধিষ্ঠান।
যদি বল পুরাণের কথা সব অলীক কল্পনা
তবে, কোরাণ প্রমাণ কিসে হবে মুশলমান?
পত্রে, পুষ্পে, ফলে, জলে, নৈবেদ্য সম্ভারে
বাহ্যপূজা করে যত ব্রাহ্মণ সাধক, সাত্বিক
সাধক সেথা প্রতিমা পূজনে, বিশ্বরূপ
ভগবানে মানস-নয়নে, জলে, স্থলে
মহাব্যোমে, অনাহত ঘণ্টাসনে শব্দ ব্রহ্মময়।
এই অচিন্তিত ধ্যানে মগ্ন, আত্ম বিস্মরিত
সোহংএর জ্ঞানে। যাক সে সকল
সূক্ষ্ম সূক্ষ্মাদপি কথা, বিবাদে কি
লাভ আছে? ফল শুধু ব্যথা, হিন্দু মুশলমানে
মিলি, দাও আত্মবলি, দেশ-মাতৃকার পদে
কর কোলাকুলি, পুরাণে কোরাণে
পুনঃ হউক মিতালী, পরধর্ম্মদ্বেষ
বুদ্ধি দাও জলাঞ্জলি।

শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

পণ্ডিত প্রেস।

এই প্রেসে জমিদারী সেরেস্তার চেক, দাখিলা, আরজী, ওকালতনামা, নিমন্ত্রণ পত্র, বিবাহের প্রীতি-উপহার, স্কুলের প্রশ্নপত্র, বেতন আদায়ের রসিদ, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, সেটেলমেন্টের নানারকম ফরম প্রভৃতি যাবতীয় ছাপার কাজ নূতন অক্ষরে সুলভে ও সত্বর হইয়া থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত প্রেস।
রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ।)

সম্পত্তি বিক্রয়ের নোটিশ।

ষ্টেট কাঞ্চনতলা মধ্যম তরফে ঋণ পরিশোধার্থে নিম্নলিখিত মহালদ্বয় উক্ত ষ্টেটের কাঞ্চনতলাস্থিত কামরাবাটী মোকামে প্রকাশ্য নীলামে সর্ব্বোচ্চ ডাকে আগামী ১৮ই জুলাই (২রা শ্রাবণ সোমবার) তারিখে বিক্রয় করা হইবে; এবং গ্রাহকগণের সর্ব্বোচ্চ ডাক উপযুক্ত মূল্য বলিয়া বিবেচিত হইলে ঐ দিবসেই নীলাম চূড়ান্ত করা হইবে। গ্রাহকগণ এতদ্ব্যতীত আনান্য জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট জানিতে পারিবেন।

মহালের নাম।

১। ডিহি বড়শিমুল ও তদন্তর্গত নিষ্কর ও জোতজমা।
২। তঃ বিজয়পুর ঐ মধ্যে নিষ্কর ও জোতজমা।

শ্রীগঙ্গাচরণ গুহ খাসনবিশ
ম্যানেজার।

নানাবিধ দেশী ও বিলাতী
সজী বীজ মুরশুমি ফুল ও
কপী বীজ
ইত্যাদির সচিত্র মূল্য তালিকার
জন্য লিখুন সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক
উচ্চহারে কমিসন দেওয়া হয়।
বঙ্কিম প্রসাদ ঘোষ এণ্ড কোং
পোঃ বালী, হাবড়া।

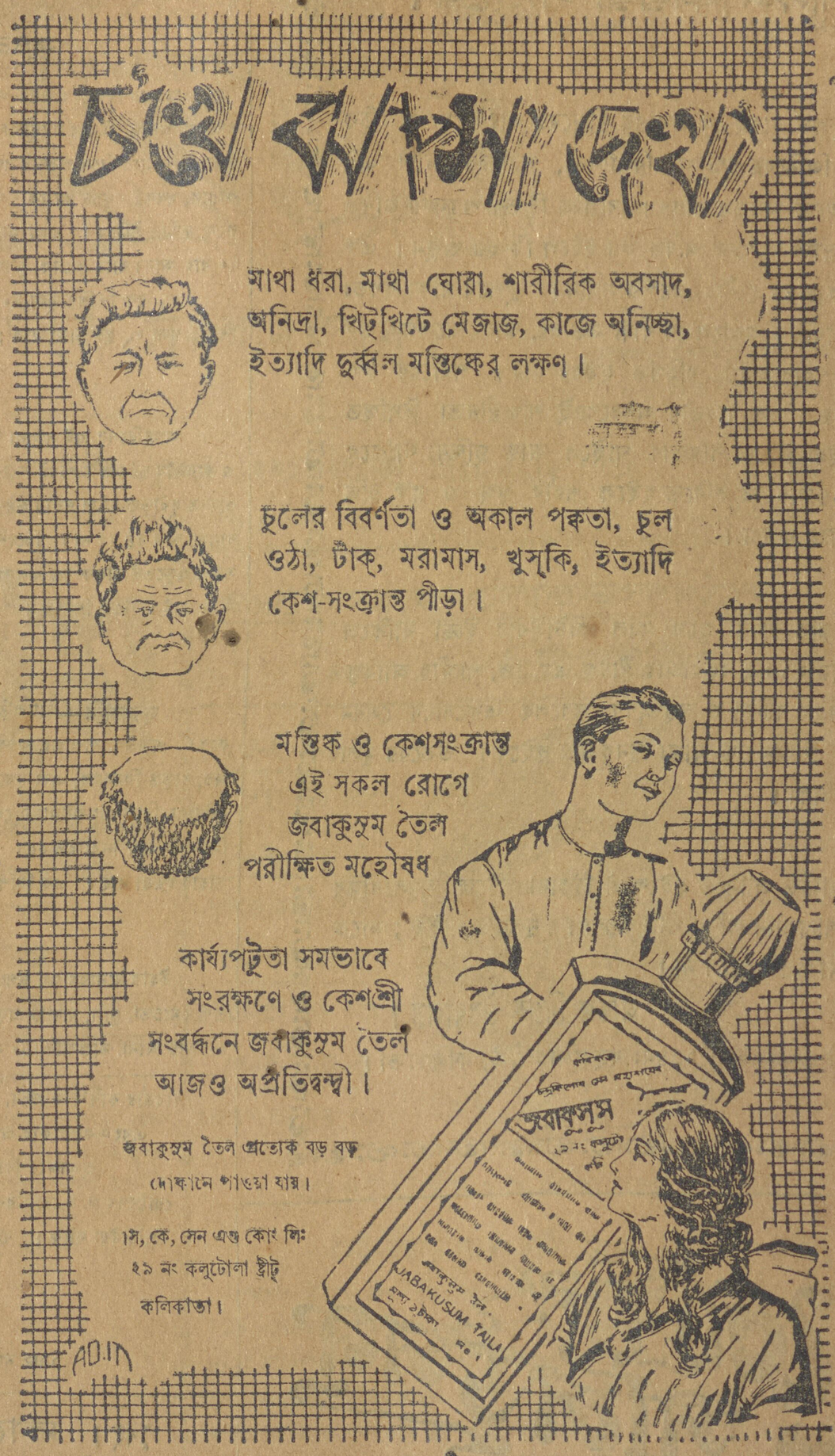

সর্ব্বজ্বর বিনাশক

ব্রানটন মিক্‌শ্চার।

ম্যালেরিয়ার হাত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি।
অদ্যই আনাইয়া লউন।
বড় শিশি ১৬ মাত্রা ১।০
ছোট শিশি ৮ মাত্রা ৸০ মাত্র।
ব্রান্টন ফার্ম্মেসী।
৩৯, সুকিয়া ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

—:—

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল।
রঘুনাথগঞ্জ।

দুর্দ্দিন থাকিবে না, শীঘ্রই সুদিন ফিরিয়া পাইবে।

শুধু অর্থাভাবই যে মানবের দুর্দ্দিনের কারণ সে কথা ঠিক নহে। জিনিষের দুর্ম্মূল্য, বিলাসিতা, শরীরের ব্যাধি এই কয়টাই হচ্ছে অন্যতম কারণ। ব্যাধির ভিতর শুক্রক্ষয় জনিত পীড়াই ভীষণ। শুক্র অধিক ক্ষয় হইলে কি হয় শুনুন। এক ফোঁটা শুক্র ৪০ ফোঁটা রক্তের সমান। কুপথে থাকা বশতঃ বা কুস্বভাবহেতু অকালে যে বীর্য্য নষ্ট হয়, তাহা অপেক্ষা ৪০ গুণ রক্ত শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। শরীরের রক্ত অধিক ক্ষয় হইলে, যাবতীয় অবয়বেরই শক্তিহীনতা উপস্থিত হয়। ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইলে আর দুর্দ্দিন থাকিবে কেন? দুর্দ্দিন দূর করিতে হইলে শরীর সুস্থ ও রক্ত বৃদ্ধি করা একান্ত কর্ত্তব্য।

রক্ত বৃদ্ধি করিয়া সুখে কাল কাটাইবার ইচ্ছা থাকিলে কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ এম, জি, শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা ও অমৃতার্ণব অবলেহ একযোগে সেবন করুন। সেবনে নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হইবে। উভয়ের মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

বিস্তারিত জানিতে হইলে ঐ ঠিকানা হইতে অমূল্যবান্ধব বা কামশাস্ত্রখানি লইয়া পাঠ করুন। মূল্য ত নাইই; ডাকে লইতে মাশুলও লাগে না।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের শুভে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সলিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১৷৹ দেড় টাকা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

১নং। দামোদর সুধা। ঃ—

মূল্য ৷৶৹

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। মাশুলাদি স্বতন্ত্র

২নং বিনা অস্ত্রে আরোগ্য অপেরীণ। ঃ—

বাগী, ফোঁড়া, ঠুন্‌কা, উরুস্তম্ভ, শীতলী ব্রণ, কাকবিড়ালী, পৃষ্ঠব্রণ এমন কি আব (Tumour) প্রভৃতি প্রথম অবস্থায় বাহ্য প্রয়োগে বসিয়া যাইবে, এবং বিলম্বে লাগাইলে আপনি ফাটিয়া যায়।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৷৹ আনা।

৩নং। স্পিরিট ক্যাম্ফর ঃ—ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৶৹ আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲

৪নং। এক্জিন ঃ—একজিমা বা কাউরের একমাত্র মলম। মূল্য ৷৹ আনা।

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ, কলিকাতা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।